গুরুত্ব বাড়াতে ‘একলা চলো’ নীতি সিপিএমের

একগুচ্ছ দাবি নিয়ে একক কর্মসূচি

স্বরূপ বিশ্বাস ● কলকাতা

৭ নভেম্বর ঃ লোকসভা ভোটের আগে সংগঠন গোছাতে এবার সিপিএম একাই কর্মসূচি নিচ্ছে। উত্তরবঙ্গ থেকে দক্ষিণবঙ্গ জুড়ে বিভিন্ন দাবি নিয়ে সরব হতে নভেম্বর মাসের শেষে এই কর্মসূচি নেওয়ার প্রস্তুতিও দল শুরু করে দিয়েছে।

পার্টি ও পার্টির গণসংগঠনগুলিকে ভোটের আগে আরও সক্রিয় করতেই দলের এই একক প্রয়াস। যা নিয়ে রাজ্যের বাম শিবিরে বিরুদ্ধ সমালোচনার সুযোগ থাকলেও সিপিএম পার্টিগতভাবে তা গ্রাহ্যের মধ্যে আনতে নারাজ। পার্টির সর্বশেষ রাজ্য কমিটির বৈঠকে সেই সুরই শোনা গিয়েছে নেতাদের মধ্যে। এতদিন বামফ্রন্ট, বিপিএমও বা কৃষকসভার ব্যানারে একাধিক জাঠা, পদযাত্রা, অবস্থান বিক্ষোভ মিছিল হলেও এককভাবে রাজ্য পার্টির ব্যানারে তেমন কোনো কর্মসূচি নেয়নি সিপিএম। অথচ বামেদের অন্যতম বড়ো শরিক হিসেবে সেই কর্মসূচি নেওয়ার দাবি এবার উঠতে শুরু করেছে পার্টির মধ্যেই। ফরওয়ার্ড ব্লকের মতো শরিক যদি এককভাবে কর্মসূচি নিতে পারে, তবে সিপিএমই বা পিছিয়ে থাকবে কেন? বিশেষ করে আগামী লোকসভা ভোটের আগে বড়ো পার্টি হিসেবে দলকে ফের জনসমক্ষে প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে একক কর্মসূচি নেওয়ার পথেই দলকে এগোতে হবে বলে অভিমত পার্টির শীর্ষ নেতাদের। পার্টির দলগত অবস্থা ভালোভাবে প্রতিষ্ঠা না করা পর্যন্ত রাজ্য রাজনীতিতে গুরুত্বও আগের মতো ফিরে পাওয়া অসম্ভব বলেই মনে করেন ওই নেতৃবৃন্দ। পার্টির সর্বস্তরেও দলের নেতা ও কর্মীদের মধ্যে এই আওয়াজ উঠছে বলেই পার্টির খবর।

পার্টির ভিতরে এই চাপের উপর দাঁড়িয়ে দলের সিদ্ধান্ত অবিলম্বে একক কর্মসূচি রূপায়ণ। যা সম্পাদক সূর্যকান্ত মিশ্র সহ শীর্ষ নেতৃবৃন্দ মেনে নিয়েছেন। ভোটের আগে দলকে রাজ্যজুড়ে জনসমক্ষে আবার আগের মতো মেলে ধরতে একক কর্মসূচির রূপরেখাও চূড়ান্ত করা হচ্ছে।

পার্টি সূত্রের খবর, কোচবিহার এবং ফরাক্কা ও সিঙ্গুর থেকে আপাতত স্থানীয় দাবিগুলি নিয়ে সিপিএম সরব হবে পদযাত্রার মাধ্যমে। কোচবিহার জেলা সিপিএমের সম্পাদক অনন্ত রায় জানিয়েছেন, আগামী ১১ নভেম্বর দলের বৈঠকে পদযাত্রার কর্মসূচি নিয়ে আলোচনার পর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হবে। রাজ্যজুড়ে পার্টি এবং গণসংগঠনগুলিকে এই জন্য চূড়ান্তভাবে প্রস্তুতি নেওয়ার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে। কোচবিহারের কর্মসূচিতে তিস্তা প্রকল্পের সার্থক রূপায়ণ, চা বাগানের সমস্যা যেমন থাকছে, তেমনই উত্তরবঙ্গের শিল্পায়নের দাবিও থাকবে। ফরাক্কার কর্মসূচিতে থাকবে বিড়িশ্রমিকদের অভাব-অভিযোগের সঙ্গে চিনিকল সহ বিভিন্ন শিল্প সমস্যার কথা। দক্ষিণবঙ্গে সিঙ্গুর থেকে পদযাত্রা কর্মসূচির প্রধান দাবিই হবে কর্মসংস্থানের। শিল্পায়ন থেকে রাজ্যের পিছিয়ে যাওয়ার সর্বাঙ্গীণ অবস্থার কথাও বিশেষভাবে তুলে ধরা হবে। লোকসভা ভোটের আগে স্থানীয় এইসব সমস্যা ও দাবি নিয়ে সোচ্চার হওয়ার পাশাপাশি বিজেপির সাম্প্রদায়িক চক্রান্ত সৃষ্টির অপপ্রয়াসও পরোক্ষে গুরুত্ব পাবে সিপিএমের এই কর্মসূচিতে। একদিকে রাজ্যে শাসকদল তৃণমূল এবং অন্যদিকে, বিজেপির অপপ্রয়াস, এই দুইয়ের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ঘুরে দাড়াতে এবার এককভাবে আসরে নামছে সিপিএম।

বামেদের ব্রিগেড সমাবেশ পিছিয়ে গেল ফেব্রুয়ারিতে

কলকাতা, ৭ নভেম্বর ঃ পিছিয়ে গেল বামফ্রন্টের ব্রিগেড সমাবেশ। ব্রিগেড থেকেই ২০১৯ লোকসভা নির্বাচনের তোড়জোড় শুরু করার কথা ছিল বামেদের। কিন্তু আলিমুদ্দিন স্ট্রিটে সিপিএমের প্রধান কার্যালয়ে বামফ্রন্টের সভায় সিদ্ধান্ত হয়, জানুয়ারির বদলে ফেব্রুয়ারিতেই হবে বামেদের সমাবেশ। সিপিএম সহ ফ্রন্টের ১৭টি বাম দলকে ওই সমাবেশে যোগ দেওয়ার অনুরোধ জানিয়েছেন বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসু। বৈঠকের পর ১৭টি বাম দলের সঙ্গেও আলাদা করে কথা বলেন তিনি। সেখানেই সিদ্ধান্ত হয় সমাবেশ পিছিয়ে দেওয়ার। জানুয়ারিতে রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের ব্রিগেড সমাবেশ রয়েছে। যার পালটা সমাবেশ করবে বিজেপিও। তাই ধীরে চলো নীতি নিয়ে মূলত কোনোরকম ঝামেলা এড়ানোর জন্যই বাম দলগুলি বিশেষত সিপিএম তাদের সমাবেশ পিছোনোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তবে ওয়াকিবহাল মহলের মতে, রাজনৈতিক টানাপোড়েনে নির্বাচনিনীতি বিষয়ে জল মাপতে চায় বামফ্রন্ট। প্রথমেই তৃণমূল ও বিজেপির সমাবেশ হয়ে গেলে তাদের বক্তব্য ও যুদ্ধনীতি সম্পর্কে একরকম ধারণা হয়ে যাবে রাজ্যবাসীর। তারপরেই মাঠে নামতে চায় বাম দলগুলি। তাই ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহকে বাছা হয়েছে ব্রিগেড সমাবেশের জন্য। পাশাপাশি ৬ ডিসেম্বর রাজ্যে সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী মহামিছিল করবে বামেরা। কলকাতা জেলা সিপিএম এই মহামিছিল সংগঠিত করার মূল দায়িত্ব নিয়েছে। জানুয়ারি মাসের ৮-৯ তারিখ দেশের শ্রমিক সংগঠনগুলি যে ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে তাতেও পূর্ণ সমর্থন জানানো হয়েছে এদিনের বৈঠকে।

মার্কসবাদের ক্লাস শুরু ঃ বাংলা ভাষায় মার্কসবাদ চর্চার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। হাসিম আবদুল হালিম ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে ক্লাসও নেওয়া শুরু হয়ে গিয়েছে। হাসিম আবদুল হালিমের পুত্র ডাঃ ফুয়াদ হালিম বলেন, ‘মার্কসবাদ চর্চায় আগ্রহী অনেকেই। কিন্তু রাজ্যে এমন ব্যবস্থা নেই, তাই আমরা এই উদ্যোগ নিয়েছি। সাড়াও পাওয়া যাচ্ছে যথেষ্টই।’ প্রসঙ্গত, রাজ্যে পাঁচ-ছয়ের দশকে মার্কসবাদ চর্চার ক্লাস চলত। বামফ্রন্ট ক্ষমতায় আসার পর পরই এই উদ্যোগে ভাটা পড়ে।

২৯ নভেম্বর থেকে শুরু হবে বুস্টার ডোজ

নাগরাকাটা, ৭ নভেম্বর ঃ হাম-রুবেলার নয়া মিলিত প্রতিষেধক (এমআর) নিয়মিত সরকারি টিকাকরণ কর্মসূচিতে নিয়ে আসার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে আগেই। তার আগে ৯ মাস থেকে ১৫ বছরের কমবয়সিদের ওই টিকার বুস্টার ডোজ দেবে স্বাস্থ্য দপ্তর। এ মাসের ১৯ তারিখ থেকে অভিযানটি শুরু হওয়ার কথা ছিল। তবে নতুন একটি নির্দেশিকা পাঠিয়ে স্বাস্থ্য দপ্তর জেলাগুলিকে জানিয়েছে, ২৯ নভেম্বর থেকে অভিযানটি শুরু হয়ে ২০১৯ সালের ১৪ জানুয়ারি পর্যন্ত চলবে। বর্তমানে স্কুলগুলিতে পুজোর ছুটি থাকায় এই সিদ্ধান্ত বলে জেলা স্বাস্থ্য দপ্তর জানিয়েছে। স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, এতদিন হামের টিকা দেওয়ার ব্যবস্থা থাকলেও সরকারিভাবে রুবেলার জন্য আলাদা করে কোনো ব্যবস্থা ছিল না। শিশুর যখন ৯ মাস বয়স তখন শুধু হামের টিকা দেওয়া হত।

হাম-রুবেলার প্রতিষেধক

তাই যারা শুধু হামের টিকা নিয়েছে, তাদেরও প্রতিষেধকের আওতায় আনার জন্য এখন এই বুস্টার ডোজ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

প্রথমে শিবির করে এমআর-এর টিকাকরণের অভিযানগুলি অনুষ্ঠিত হবে গ্রাম বা শহর এলাকার প্রাথমিক স্কুল, অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র কিংবা উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রে। এই পর্যায়ের অভিযান চলবে ২২ ডিসেম্বর পর্যন্ত। এর পর শুরু হবে উচ্চপ্রাথমিক, হাই, মাদ্রাসা এবং আইসিএসই ও সিবিএসই বোর্ডের ইংরেজিমাধ্যমের স্কুলগুলির পড়ুয়াদের প্রতিষেধকের আওতায় আনার কাজ। দ্বিতীয় পর্যায়ের ওই শিবিরগুলি হবে ২ জানুয়ারি থেকে ১৪ জানুয়ারি পর্যন্ত। এছাড়া রাজ্যের প্রতিটি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র, ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র, গ্রামীণ হাসপাতাল, স্টেট জেনারেল হাসপাতাল, জেলা হাসপাতাল কিংবা মেডিকেল কলেজগুলিতেও ২৯ নভেম্বর থেকে ১৪ জানুয়ারি পর্যন্ত এমআর-এর প্রতিষেধক রাখা থাকবে। প্রয়োজনে সেখান থেকেও টিকা দেওয়া হবে। জলপাইগুড়ি জেলা স্বাস্থ্য দপ্তর জানিয়েছে, প্রতিষেধক দেওয়ার জন্য ইতিমধ্যে জেলার সমস্ত এএনএম নার্সকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। জলপাইগুড়িতে এই প্রতিষেধকের বিশেষ অভিযানের আওতায় আসছে ৬ লক্ষ ১৮ হাজারেরও বেশি শিশু-কিশোর। ওই সংখ্যা জেলার মোট জনসংখ্যার ২৭ শতাংশ। ফলে বিপুল এই কর্মযজ্ঞ ঠিকমতো শেষ করার জন্য প্রয়োজন বহু টিকা প্রদানকেন্দ্র। জেলায় এই মুহূর্তে ৩০১টি উপস্বাস্থ্যকেন্দ্র রয়েছে, যা ৬ লক্ষের বেশি শিশু-কিশোরদের প্রতিষেধক দেওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়। যে কারণে এর বাইরে আরও ৩৯০০টির মতো টিকাকরণ পয়েন্ট তৈরি করা হচ্ছে। বিভিন্ন এলাকার প্রাথমিক স্কুল, অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের মতো প্রতিষ্ঠানগুলিকে এজন্য বেছে নেওয়া হয়েছে। স্বাস্থ্যকর্তারা জানিয়েছেন, যে স্বাস্থ্যকর্মীরা এমআর-এর বুস্টার ডোজ দেবেন, তাঁদের অ্যাডভার্স এফেক্ট ম্যানেজমেন্ট কিটও দেওয়া হবে। আগামী ২৯ নভেম্বর থেকে এমআর-এর টিকাকরণ অভিযান শুরু হবে। আমরা সমস্ত দিক থেকেই প্রস্তুত রয়েছি। ৯ মাস থেকে ১৫ বছরের মধ্যে কেউই যাতে নতুন এই প্রতিষেধক থেকে বাদ না পড়ে, তার ওপরই জোর দেওয়া হচ্ছে।’ স্বাস্থ্যকর্তারা জানাচ্ছেন, নিয়মিত টিকাকরণ কর্মসূচিতে শিশুদের ৯ মাস বয়সে শুধু হাম বা মিজলস-এর টিকা দেওয়ার পর ১৬ থেকে ২৪ মাস বয়সের মধ্যে ফের আরেকটি বুস্টার ডোজ দেওয়া হয়। নতুন হাম-রুবেলার মিলিত টিকার সময়ক্ষণও নিয়মিত টিকাকরণ কর্মসূচিতে একই থাকবে।

আজকের দাম

পেট্রোল টাঃ ৮০.২১
ডিজেল টাঃ ৭৪.৮২

তেল কোম্পানি ও দূরত্ব অনুযায়ী দাম সামান্য কমবেশি হবে।

–সূত্র ইন্ডিয়ান অয়েল

আবহাওয়া

৭ নভেম্বরের তাপমাত্রা

	সর্বোচ্চ (ডি.সে.)	সর্বনিম্ন (ডি.সে.)
কলকাতা	৩৩.০	২৩.৮
শিলিগুড়ি	২৯.৪	১৫.৩
জলপাইগুড়ি	২৯.৭	১৫.৭
কোচবিহার	২৯.৮	১৪.৯
আলিপুরদুয়ার	২৯.৬	১৪.০
মালদা	৩১.৯	২১.১
রায়গঞ্জ	৩০.৪	২১.০
গ্যাংটক	১৭.১	৯.৫

বৃহস্পতিবারের পূর্বাভাস ঃ পরিষ্কার আকাশ।

বিন্দু বিসর্গ

মাইন্ড ইট। এগুলো ব্ল্যাকমানি নয়, জুয়ার টাকা।

জলপাইগুড়ির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ পদে একাধিক দাবিদার

জলপাইগুড়ি, ৭ নভেম্বর ঃ তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্য নেতৃত্ব জলপাইগুড়ি জেলাপরিষদের নয়জন কর্মাধ্যক্ষের নাম ঘোষণা করেছে। কিন্তু কর্মাধ্যক্ষদের দপ্তর এখনও বণ্টন হয়নি। পাশাপাশি জলপাইগুড়ি জেলাপরিষদের পূর্ত বিভাগের কর্মাধ্যক্ষ পদের জন্য তৃণমূল কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থীদের মধ্যে একাধিক দাবিদারের নাম উঠে আসছে। জেলাপরিষদে ক্ষমতাশালী কর্মাধ্যক্ষের পদগুলির মধ্যে পূর্ত বিভাগটি অন্যতম। জেলার গ্রামাঞ্চলের রাস্তাঘাটের পাশাপাশি যাবতীয় নির্মাণকাজ তদারকি করেন পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ। জেলাপরিষদের বাজেটের একটি বড়ো অংশ নির্মাণকাজে ব্যয় করা হয়। জেলার রাজনৈতিক মহলের ধারণা, লোকসভা নির্বাচনের কথা মাথায় রেখে তৃণমূল কংগ্রেসের জলপাইগুড়ি জেলা নেতৃত্ব নয়জন কর্মাধ্যক্ষের দপ্তর বণ্টনের ক্ষেত্রে সতর্কভাবে পা ফেলছে। কর্মাধ্যক্ষ পদে জেলার প্রতিটি ব্লক থেকেই প্রতিনিধি রয়েছেন। মনে করা হচ্ছে, তৃণমূল তাই এমন কৌশল নিতে চাইছে যাতে দলীয় কোন্দল আটকানোর পাশাপাশি লোকসভা ভোটেও বিজেপি-কে আটকানোর রাস্তা সহজ হয়। অন্যদিকে, পূর্ত কর্মাধ্যক্ষের পদে কে আসতে চলেছেন সে বিষয়ে দলের জেলা নেতৃত্ব মুখ খুলতে রাজি নয়। তবে জেলার রাজনৈতিক মহলের বক্তব্য, পূর্ত কর্মাধ্যক্ষের পদ নিয়ে তৃণমূলের মনোনীত কর্মাধ্যক্ষদের মধ্যে থেকে সর্বসম্মতভাবে কোনো প্রার্থীকে বেছে নিতে তাদের যথেষ্ট বেগ পেতে হচ্ছে। এ ব্যাপারে কার উপর দায়িত্ব দেওয়া হবে তা নির্ধারণের জন্য তৃণমূলের জেলা নেতৃত্ব তাই দলের রাজ্য নেতৃত্বের কোর্টেই বল পাঠিয়েছে।

পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ হওয়ার দৌড়ে এগিয়ে রয়েছেন পর্যটনমন্ত্রী গৌতম দেবের ঘনিষ্ঠ দেবাশিস প্রামাণিক। দেবাশিসবাবু অতীতে গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য ছিলেন। পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য হিসেবেও তাঁর অভিজ্ঞতা রয়েছে। সাংগঠনিক দিক থেকে ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি-২ ব্লকের সভাপতি দেবাশিসবাবু। এছাড়া জলপাইগুড়ি সদর বিধানসভা কেন্দ্র থেকে জেলাপরিষদ আসনে নির্বাচিত গীতা রাজবংশী, নুরজাহান বেগমের নামের পাশাপাশি ধূপগুড়ি ব্লকের মনোজ তামাং, ময়নাগুড়ি ব্লকের গোবিন্দ রায়ের নামও পূর্ত কর্মাধ্যক্ষের পদের দাবিদার হিসেবে শোনা যাচ্ছে। ১৯৭৮ সাল থেকে জেলাপরিষদের ক্ষমতার আধার অনেকটাই পূর্ত বিভাগের হাতে রয়েছে। বাম আমলে পূর্ত কর্মাধ্যক্ষের পদ সিপিএম কখনও নিজেদের হাতছাড়া করেনি। এবারই প্রথম জলপাইগুড়ি জেলাপরিষদের বোর্ড তৃণমূল কংগ্রেসের হাতে এল। তৃণমূল যুব কংগ্রেসের জলপাইগুড়ি জেলা সভাপতি সৈকত চট্টোপাধ্যায় বলেন, ‘২০১৩ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসের টিকিটে উত্তরা বর্মন এবং ময়নাগুড়ি থেকে ঊর্মিলা রায় নির্বাচিত হয়েছিলেন। তারা মনোনয়ন না পাওয়ায় দুঃখ পেয়েছে।’

ওড়ার অপেক্ষায় ফানুস। বুধবার জলপাইগুড়িতে সমীরের তোলা ছবি।

চাঁদার জুলুমে মাশরুম বাজারে ধস মেজবিলে

সুভাষ বর্মন ● শালকুমারহাট

৭ নভেম্বর ঃ কালীপুজো মঙ্গলবার হয়ে গেলেও আরও আট-দশদিন তার রেশ থাকবে। গ্রামীণ হাটবাজারে এই মরশুমে চলে চাঁদার জুলুমবাজিও। এই সময় হাটবাজারে বাইরের ব্যবসায়ীরাও তেমন আসেন না। চাঁদার ভয়ে অনেকে ব্যবসা গুটিয়ে নিয়েছেন। এর মারাত্মক প্রভাব পড়েছে গ্রামের মহিলাদের উদ্যোগে চালু হওয়া আলিপুরদুয়ার জেলার মেজবিলের মাশরুম বাজারে। অর্ধেক দামেও বিক্রি হচ্ছে না মাশরুম। চাষিরা বাড়িতেই কুইন্টাল কুইন্টাল মাশরুম ফেলে রেখেছেন। দাম কমে যাওয়ায় উদ্‌বিগ্ন মহিলা চাষিরা। ব্যাংক লোনের কিস্তি কীভাবে দেবেন তা নিয়েও চিন্তিত তাঁরা। চাঁদার কারণেই যে বাইরের পাইকাররা মাশরুম বাজারে আসছেন না তা স্বীকার করেছে কৃষি দপ্তরও। তবে কালীপুজোর মরশুম কেটে গেলে বাজার স্বাভাবিক হবে বলে মনে করছেন কৃষি আধিকারিকরা।

আলিপুরদুয়ার সমবায় কৃষি ও গ্রামোন্নয়ন ব্যাংক থেকে স্বল্প সুদে ঋণ নিয়ে প্রায় এক বছর থেকে পূর্ব কাঁঠালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের মেজবিল গ্রামের মহিলারা মাশরুম চাষ করছেন। প্রথমদিকে ১২টি স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা মাশরুমের চাষ শুরু করলেও পরবর্তীতে আশপাশের গ্রামের অনেকেই বাণিজ্যিকভাবে এই চাষ শুরু করেন। জানা গিয়েছে, বাইরের বাজারে গিয়ে মাশরুম বিক্রি করলে মুনাফা কম হত চাষিদের। কয়েক মাস আগে গ্রামের মহিলারাই উদ্যোগ নিয়ে মেজবিল বাস স্টপেজের পাশে মাশরুমের বাজার গড়ে তোলেন। বাড়িতে বসে চাষের কাজ করেন মহিলারা। প্রতিদিন সকালে বাজারে মাশরুম বিক্রি করতে আসেন পুরুষরা। এভাবেই বাড়ির পুরুষদের নিজেদের কর্মযজ্ঞে শামিল করেন তাঁরা। মাশরুম চাষে দ্বিগুণ লাভ হয় চাষিদের। এই গ্রামের মাশরুম মূলত জয়গাঁ ও ভুটানে যায়। কিন্তু দুর্গাপুজোর সময় থেকেই ধস নামে এই মাশরুম বাজারে। জানা গিয়েছে, শুধু মেজবিলেই নয়, আলিপুরদুয়ার জেলার মথুরা, খয়েরবাড়ি ও জটেশ্বর এলাকাতেও ভালো পরিমাণে মাশরুম চাষ হয়। সেখানকার চাষিরাও এই পুজোর মরশুমে মাশরুমের দাম না পেয়ে বিপাকে পড়েছেন।

বিক্রি না হওয়ায় মাশরুম এভাবেই ফেলে রেখেছেন চাষিরা। –সংবাদচিত্র

মেজবিল গ্রামের মহিলা মাশরুম চাষি অনীতা বর্মন, বিউটি রায়, মালতী বর্মন, গীতা বর্মনরা জানালেন, ‘পুজোর আগেও বাজার স্বাভাবিক ছিল। প্রতি কেজি মাশরুম বিক্রি হত ৬০ টাকায়। দুর্গাপুজো থেকেই বাজার কমতে শুরু করে। এখন ৩০-৩৫ টাকা কেজি দরেও বিক্রি হচ্ছে না।’তাঁরা আরও বলেন, ‘অধিকাংশ দিনেই বাজার থেকে মাশরুম ফেরত আনতে হচ্ছে।’ বাইরের ব্যবসায়ীদের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাঁরা জানতে পেরেছেন, পুজোর মরশুমে হাটবাজারের পাশাপাশি রাস্তাতেও চলে চাঁদা নিয়ে জোরজুলুম। বিভিন্ন জায়গায় চাঁদা দিয়ে লাভের কিছুই থাকে না ব্যবসায়ীদের। তাই বাইরের ব্যবসায়ীরা এখন হাটে আসছেন না। এ কারণে অনেক মাশরুম চাষি মাশরুম বাড়িতে ফেলে রেখেছেন। কেউ রোদে শুকোচ্ছেন। শুকনো মাশরুমও বিক্রি হয়। সেজন্য মাশরুম শুকোনোর মেশিন প্রয়োজন। কিন্তু মেজবিল গ্রামের এখনও কেউ সেই মেশিন কিনতে পারেননি। আবার শুকনো মাশরুম কেনার পাইকারও মেজবিলে আসেন না। এই মাশরুম বিক্রি করতে হয় জয়গাঁয় গিয়ে। তাতে পরিবহণ খরচ বেশি। তাই সেরকম মুনাফা হয় না। এদিকে, মেজবিল সহ আশপাশের গ্রামে মাশরুমের চাষাবাদ হলেও গ্রামের মানুষ এখনও সেভাবে মাশরুম খাওয়া শেখেননি। সেজন্য স্থানীয়রা বাজার থেকে মাশরুম কেনেন না। আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের সহকৃষি অধিকর্তা অজিত রায় বলেন, ‘এখানকার মাশরুম মূলত পাড়ি দেয় জয়গাঁ ও ভুটানে। এখন মাশরুমের বাজার অনেকটাই মন্দা যাচ্ছে। পুজোর সময় ব্যবসায়ীদের ওপর চাঁদার একটা চাপ থাকে। সে কারণে বাইরের ব্যবসায়ীরা বাজারে কম আসছেন। বাজারদর পড়ে যাওয়ার এটাও একটা কারণ হতে পারে।’ তিনি বলেন, ‘এই এলাকার মানুষের মধ্যে মাশরুমের খাদ্যগুন সম্পর্কে প্রচার চালানো হবে।’

ক্ষুদ্র চা চাষিদের থেকে পিছিয়ে বড়ো বাগানগুলি

নাগরাকাটা, ৭ নভেম্বর ঃ চা উৎপাদনের উপর টি বোর্ডের সর্বশেষ খসড়া পরিসংখ্যান অনুযায়ী, গত সেপ্টেম্বর মাসেও উত্তরবঙ্গে ক্ষুদ্র চা উৎপাদকদের থেকে পিছিয়ে রইল বড়ো চা বাগানগুলি। পরিসংখ্যান অনুযায়ী, পাহাড়, ডুয়ার্স ও তরাই মিলে ক্ষুদ্র চাষিদের উৎপাদিত কাঁচা চা পাতা থেকে বটলিফ ফ্যাক্টরিগুলি ২৫০.৬৪ লক্ষ কিলোগ্রাম চা উৎপাদন করেছে। সেখানে বড়ো চা বাগানগুলি সেপ্টেম্বর মাসে ২০০.৯০ লক্ষ কিলোগ্রাম চা উৎপাদন করেছে। গত অগাস্ট মাসেও উৎপাদনের দিক থেকে বড়ো বাগানগুলিকে টেক্কা দিয়েছিলেন ক্ষুদ্র উৎপাদকরা। অগাস্টে যেখানে ক্ষুদ্র উৎপাদকদের মোট খসড়া উৎপাদন ছিল ২৭০.০৩ লক্ষ কিলোগ্রাম তৈরি চা, সেখানে বড়ো চা বাগান থেকে এসেছিল ২৪০.৮৫ লক্ষ কিলোগ্রাম তৈরি চা। গোটা দেশের পরিসংখ্যানের নিরিখে সেপ্টেম্বরে বড়ো বাগানগুলির উৎপাদনই অবশ্য বেশি- ৮৭০.০৪ লক্ষ কিলোগ্রাম। যদিও তাঁদের ঘাড়ের কাছে নিশ্বাস ফেলছেন ক্ষুদ্র উৎপাদকরা। তাঁদের তৈরি চায়ের পরিমাণ ৭৩০.৬১ লক্ষ কিলোগ্রাম।

দুষ্টু ও খুনি হাতিদের পাঠানো হবে জেলে

রাঙ্গালিবাজনা, ৭ নভেম্বর ঃ কর্ম যেমন হবে, ফলও ভোগ করতে হবে তেমনই। বেশি দুষ্টুমি করলে ‘জেলে’ যেতে হবে গজরাজদেরও। একটা নির্দিষ্ট এলাকার মধ্যে আবদ্ধ করে রাখা হবে তাদের। বুধবার মাদারিহাটে একথা জানান বনমন্ত্রী বিনয়কৃষ্ণ বর্মন। তিনি বলেন, ‘দুষ্টু হাতিকে আটকে রাখার জন্য উত্তরবঙ্গের বক্সা ও দক্ষিণবঙ্গের জঙ্গলমহলে এধরনের ‘জেলখানা’ তৈরি করা হয়েছে। তবে, এব্যাপারে বিশেষজ্ঞদের সুপারিশ প্রয়োজন হবে।’

কোনোটা বাঁয়া গণেশ, কোনোটা দাঁতাল, কোনোটা তালবেতাল দাঁতাল, কোনোটা আবার লেজকাটা মাকনা। এদের অত্যাচারে বন লাগোয়া গ্রামবাসীদের অনেকেরই ঘুম উড়ে গিয়েছে। এরা যে বন দপ্তরেরও মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে, তা স্বীকার করেছে সংশ্লিষ্ট দপ্তরও। প্রসঙ্গত, রাজ্যজুড়ে মানুষ ও বন্যপ্রাণীর সংঘাতে প্রতিবছর অনেকেই প্রাণ হারান। সম্প্রতি, বন্যপ্রাণীর হানায় কারও মৃত্যু হলে ক্ষতিপূরণের টাকার অঙ্ক বাড়িয়ে চার লক্ষ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বন দপ্তর। কিন্তু, শুধুমাত্র ক্ষতিপূরণ দিয়েই তাঁরা হাত ধুয়ে ফেলতে রাজি নন বলে জানান বনকর্তারা। বনমন্ত্রী বিনয়কৃষ্ণ বর্মন বলেন, ‘বন্যপ্রাণী ও মানুষের সংঘাত কমাতে হলে সাধারণ মানুষকে নিয়ে কাজ করতে হবে। তাদেরও সবুজায়নে শামিল করতে হবে। এই লক্ষ্য নিয়েই কাজ করছে বন দপ্তর।’

বন দপ্তর ও ভুক্তভোগী গ্রামবাসীরা জানান, খুনি হাতিগুলি সাধারণত দলবেঁধে ঘোরাফেরা করে না। এগুলি কখনও একা, কখনও বা দু-তিনটি মিলে ছোটো গ্যাং তৈরি করে লোকালয়ে ঢোকে। এরা আগাগোড়াই আক্রমণাত্মক মনোভাবাপন্ন। ভুক্তভোগী অনেক গ্রামবাসী অভিজ্ঞতার কথা বলতে গিয়ে জানান, অনেক সময় কোনো বাড়ির উঠোনো দাঁড়িয়ে শব্দ করে মুহূর্তে বেড় দিয়ে ঘরের পেছনে গিয়ে ওঁত পেতে থাকে এ ধরনের খুনি হাতি, যাতে কেউ ঘরের পেছনের দরজা বা জানলা দিয়ে পালাতে গেলে ধরে ফেলা যায়। আবার অনেক সময় পাকাঘরের দেয়াল লাথি মেরে ভেঙে মানুষ খুন করেছে এই ধরনের হাতি। মাদারিহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন প্রধান জঙ্গবীর বাহাদুর ছেত্রী কয়েকমাস আগে ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে খুনি হাতির আক্রমণে প্রাণ হারান। দুর্গাপুজোর আগে মুজনাই চা বাগানে হাতির হানায় প্রাণ হারায় এক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পড়ুয়া। কয়েকদিন আগে দিবালোকেই মাদারিহাট তালুক সদর দাপিয়ে বেড়ায় একটি হাতি। জানা গিয়েছে, গত একবছরে হাতির হানায় শুধু জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যান বিভাগেই মৃত্যু হয়েছে ১৫ জনের। জখম হয়েছেন অনেকেই।

> **দুষ্টু হাতিকে আটকে রাখার জন্য উত্তরবঙ্গের বক্সা ও দক্ষিণবঙ্গের জঙ্গলমহলে এ ধরনের ‘জেলখানা’ তৈরি করা হয়েছে। তবে, এ ব্যাপারে বিশেষজ্ঞদের সুপারিশ প্রয়োজন হবে।**
>
> –বিনয়কৃষ্ণ বর্মন, বনমন্ত্রী

এক প্রশ্নের জবাবে বনমন্ত্রী বিনয়কৃষ্ণ বর্মন বলেন, ‘মানুষ অনুপ্রবেশ করছে হাতির বাসস্থানে। ফলে, বন থেকে বেরিয়ে লোকালয়ে হানা দিচ্ছে হাতির পাল। হাতি এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় ঘুরে বেড়ায়। অথচ, প্রতিবেশী দেশ নেপাল প্রায় ২২ কিমি সীমান্ত জুড়ে বিদ্যুৎবাহী তারের বেড়া দিয়েছে। এ ধরনের বেড়া দিয়েছে ভুটানও। আবার, বিদ্যুৎবাহী তারের বেড়া ব্যবহার করছে কিছু চা বাগানের মালিকপক্ষও। চা বাগানগুলিতে অনেক সময় ব্লেড লাগানো তারের বেড়া দেওয়া হচ্ছে। ফলে হাতি সহ অন্যান্য বন্যপ্রাণী গুরুতরভাবে জখম হচ্ছে।’

একজন ডাক্তারে

প্রথম পাতার পর

স্বাস্থ্যকেন্দ্রের পক্ষ থেকে জানানো হয়, কার্ড সরবরাহের সমস্যা সত্যিই রয়েছে। তবে নিয়ম অনুযায়ী প্রথমবার যেখানে চিকিৎসা করানো হয়, সেখান থেকেই কার্ড করা হয়। অনেকেই বাইরে থেকে চিকিৎসা করিয়ে এসে এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ফলো আপের জন্য এখান থেকে কার্ড করাতে চান। ফলে সমস্যায় পড়তে হয় স্বাস্থ্যকেন্দ্রকেও।

রোগীদের একাংশের অভিযোগ, বাড়িতে কোনো শিশু প্রসবের পর তাকে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে এলে সেই মা ও শিশু কারও জন্যই কোনো সুবিধে দেওয়া হয় না এই স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে। তবে এই অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে ডাক্তারবাবু জানান, স্বাস্থ্যবিধি অনুযায়ী বাড়িতে সন্তান প্রসবে মানা করেন তাঁরা। তবুও এমন কেউ এলে তাঁদের সাহায্য সবসময় করা হয় এখানে। এছাড়া রয়েছে সময়মতো পর্যাপ্ত ওষুধ সরবরাহের সমস্যা। স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ফার্মাসিস্ট সামজিরা বলেন, ‘মাতৃসদন থেকে ওষুধ আসে আমাদের স্বাস্থ্যকেন্দ্রে। আমাদের যতগুলি ওষুধের প্রয়োজন হয় কখনোই ততগুলি ওষুধ অর্ডার করেও পাই না আমরা। মাতৃসদন থেকে জানানো হয়, সব ওষুধ আমাদের দিয়ে দিলে নাকি তাদের ওষুধের ঘাটতি হয়ে যাবে।’ এত সমস্যার মধ্যে দিয়ে আর কতদিন স্বাস্থ্যকেন্দ্র চলবে